পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

ডঃ অমিত মিত্রর

বাজেট বিবৃতি

২০১৪-২০১৫

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

অদম্য সাহস ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত সরকারের উপর বাংলার মা মাটি মানুষ বারংবার তাদের আস্থা প্রকাশ করেছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গেছে বাংলার মানুষ এই সরকারের উপর কত গভীর আস্থা রাখেন। সাধারণ মানুষ বাংলার বুকে এক নতুন রেনেসাঁর সূচনা দেখতে পারছেন। তাই বাংলার মানুষজনকে প্রণাম ক'রে ও সেলাম জানিয়ে আমার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করছি।

২

অর্থনীতির সামগ্রিক মানদণ্ড (২০১৩-১৪) ঃ

গত বছরের বাজেটেই আমি দেখিয়ে ছিলাম যে ভারতের তুলনায় বাংলা অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবছর ভারতের তুলনায় বাংলার অগ্রগতি আবার অনেকটাই বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে সার্বিকভাবে ভারতের জি ডি পি বৃদ্ধির হার যেখানে ৪.৯ শতাংশ, সেখানে বাংলার জি এস ডি পি বৃদ্ধির হার ৭.৭ শতাংশ। কৃষির ক্ষেত্রেও ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধির হার যেখানে ৪.৬ শতাংশ, সেখানে বাংলার হার ৫.২৮ শতাংশ।

শিল্পের ক্ষেত্রে সারা ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার যেখানে ০.৭ শতাংশ বাংলার হার সেখানে ৯.৫৮ শতাংশ। পরিষেবার ক্ষেত্রেও ভারতের বৃদ্ধির হার যেখানে ৬.৯ শতাংশ, বাংলার হার ৭.৮ শতাংশ। এই তথ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বাংলা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। (সূত্র : কেন্দ্রীয় সরকারের সি এস ও এবং বি ও এ ই আর, পশ্চিমবঙ্গ।)

অর্থাৎ, সহজেই বলা যায় যে এই ইতিবাতক পরিসংখ্যান থাকা সত্ত্বেও যে মুষ্টিমেয় লোকেরা নেতিবাচক কথা বলছেন তারা তা বলছেন রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ও মিথ্যার ওপর ভর করে।

আমি এই মহতী সভাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষকে বামফ্রন্ট সরকারের ফেলে যাওয়া 'ঋণের ফাঁদ' থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে কোনরকম সাহায্য করে নি বরং সুদ ও আসলের মাধ্যমে একটি বিপুল পরিমাণ অর্থ ট্রেজারি থেকে কেটে নিচ্ছে। স্যার, কত টাকা কেটে নিয়েছেন তা কি কেউ কল্পনা করতে পারেন!

স্যার, আগের বামফ্রন্ট সরকারের পাপের জন্য ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সালের মধ্যে মূল এবং সুদ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ৬৯,০৬৫.৮১ কোটি টাকা কেটে নিয়েছে। আপনারা চিন্তা করুন এই টাকায় কত রাস্তাঘাট, কত স্কুল-কলেজ, কত জলপ্রকল্প তৈরী হতে পারতো। অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবসমাজ নতুন জীবন পেতে পারতো। বাংলার মানুষ এই বিপুল ঋণের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে কোনো দিন ক্ষমা করবেন না।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার, এর উপরেও, CST ক্ষতিপূরণ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য ৩৭৮৩.৪৩ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে। আপনারা জেনে মর্মাহত হবেন যে, এই জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের

প্রাপ্য ৮৫০.৪২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা রাজ্যবাসীর সাংবিধানিক অধিকার। এটা আমাদের কাছে লজ্জাজনক।

স্যার, শুধু তাই নয়, আরো দুঃখজনক হলো, ২০১২-১৩ সালের AG-র তথ্য অনুযায়ী, আমাদের নির্ধারিত প্রাপ্য কেন্দ্রীয় সরকারের Grant-in-Aid কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী যেখানে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে আমরা ১৩,৮৮৮.৮২ কোটি টাকা পেয়েছিলাম, সেখানে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১২,৩৪২.৮৪ কোটি টাকা পেয়েছি যা ১১.১৩ শতাংশ কম। এটা ক্ষমারও অযোগ্য।

এবারে বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যের উন্নয়নের গতিরোধ করার কিছু তথ্য তুলে ধরছি। ২০০৯-১০ সালের তুলনায় ২০১০-১১তে রাজ্য পরিকল্পনার ব্যয় (State Plan Expenditure) (-)৫৮.৫৩% কমে গেছিল। সেই জায়গায় আমরা ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে রাজ্য পরিকল্পনার ব্যয় ৩৪.৯৫% বাড়িয়েছি। AG-র তথ্য অনুযায়ী যা ১৪,০৭৪.৫২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে পরিকল্পনার ব্যয় ১৮,৯৯৪.১১ কোটি টাকা হয়েছে।

আপনারা জানেন যে, গত বছর থেকে এই বাংলার অনেক মানুষ সারদা কাণ্ডের ফলে আর্থিকভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ও চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সাধারণ মানুষের এই বিপদের কথা বিবেচনা করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত ৪ লক্ষ (৩,৯৫,৮৪২) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন।

৩

রাজ্য সরকারের বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি বিশেষ সাফল্যের কথা এবার আমি উল্লেখ করব — যে সাফল্যকে আমরা অনায়াসেই

বলতে পারি — 'বাংলা যা করেছে আজ, ভারত তা করবে কাল'।

শিশু কন্যা সুরক্ষার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই ফলস্বরূপ কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে UNICEF-এর মতো আর্ন্তজাতিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে। এই ২০১৪-র মার্চ মাসের মধ্যেই ১৫ লক্ষ কন্যাশ্রী এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে আমাদের লক্ষ্য হল আরও ২০ লক্ষ কন্যাশ্রী নথিভুক্ত করা। এখনই সারা দেশ থেকে দাবি উঠেছে এই প্রকল্পটি ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে চালু করা হোক।

এক সময় বলা হত 'বাংলা যা ভাবছে আজ, ভারত তা ভাববে কাল'। কিন্তু আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকারের নতুন স্লোগান - 'বাংলা যা করেছে আজ, ভারত তা করবে কাল'।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র থেকে আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি স্বপ্ন ছিল—ন্যায্য মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে ঔষধ পৌঁছে দেওয়া। এই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নিল 'ফেয়ার প্রাইস মেডিক্যাল শপ্'। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ৬০টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়েছে যেখানে মূল্যের উপর ৪৮% থেকে ৬৭% ছাড় পাওয়া যায়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আমাদের এই 'ফেয়ার প্রাইস মেডিক্যাল শপ' মডেলকে নিজেদের রাজ্যে চালু করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সম্মানীয় সদস্যগণ কোলকাতায় এই ব্যবস্থা দেখে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে দেশের অন্য রাজ্যগুলিরও

এই মডেল অনুসরণ করা উচিত। এমনকি, ভারত সরকারও অন্য সব রাজ্যকে এই মডেল চালু করার জন্য বলছে। স্যার, 'বাংলা যা করেছে আজ, ভারত তা করবে কাল'।

আমি আরও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ দেব। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এমন একটি নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে যা ভারতে আগে কেউ কখনো দেখেননি। গত ৭ই জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের ৩,৩৪৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে একই সঙ্গে রাস্তা তৈরী করার এক বিশাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীরা, বিধায়করা ও আধিকারিকেরা একই সঙ্গে ৩,৩৪৯টি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের সূচনা করেছেন যে রাস্তাগুলি গ্রাম ও কৃষি জমিকে সংযুক্ত করবে। এই অনন্য প্রচেষ্টায় ১৬,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরী হচ্ছে, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ব্যবহার করে (MGNREGS)। এখন অন্যান্য রাজ্য এই প্রকল্পকে অনুসরণ করতে চাইছে। স্যার, 'বাংলা যা করেছে আজ, ভারত তা করবে কাল'।

সবশেষে, আরও অনেক এইরকম দৃষ্টান্তের মধ্যে থেকে আমি শুধু জঙ্গলমহল ও দার্জিলিং-এর মতো দুটি উজ্জ্বল উদাহরণকে আপনাদের সামনে রাখতে চাই। আজ কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা জঙ্গলমহলের অগ্রগতিকে মডেল রূপে তুলে ধরে ভারতের অন্যান্য LWE প্রভাবিত রাজ্যগুলিকে বাংলার দেখানো পথ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, এই জঙ্গলমহলের মানুষদের সাহস, আস্থা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ৩০ বারেরও বেশি এই এলাকায় সফর করেছেন। স্যার, দার্জিলিংও আজ শান্তিতে হাসছে। বাংলা যা করছে আজ, ভারত তা করবে কাল।

৪

৪.১। কৃষি, কৃষি বিপণন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন

২০১২-১৩ সালে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৬৫.৬১ লাখ মেট্রিকটন ছাড়িয়ে একটি রেকর্ড করেছিল। ২০১৩-১৪ সালে সেই পরিমাণ ১৭৪ লাখ মেট্রিকটনে পৌঁছে আরো একটি রেকর্ড সৃষ্টি করবে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবীরা পরপর দু'বছর অর্থাৎ ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সালে, ভারত সরকারের 'কৃষিকর্মণ পুরস্কার' লাভ করে আমাদের গর্বিত করেছেন।

২০১১-এর মে থেকে ২০১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪,৪০২ কোটি টাকা ব্যয় করে কৃষকদের মধ্যে ২৩,৮৯,২৯৩টি 'কিষান ক্রেডিট কার্ড' বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-এর মার্চের মধ্যে ২৮ লাখ KCC বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

আমরা কৃষির যন্ত্রপাতি কেনবার ভর্তুকি সোজাসুজি কৃষকদের দেওয়ার ফলে প্রায় ৬৭,০০০ কৃষক ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন।

অভিনব প্রকল্প, 'আমার ফসল আমার গোলা' ও 'আমার ফসল আমার গাড়ি' চালু করা হয়েছে। কৃষকদের আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের শস্য গোলা, ভ্যান রিক্সা আর তার সঙ্গে মালপত্র রাখার ঝুড়ি ইত্যাদি কেনার জন্য।

স্যার, ১৫টি উদ্যান কেন্দ্রিক শস্যকে হর্টিকালচার ক্রপস্ শস্যবীমার আওতায় আনা হচ্ছে। বাংলায় এবার সর্বপ্রথম খারিফ মরশুমি পিঁয়াজ চাষের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আমি ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের জন্য কৃষি খাতে ১১৫৭.৭২ কোটি টাকা, কৃষি বিপণন খাতে ২২৫ কোটি টাকা, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও হর্টিকালচারের খাতে ১২০ কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

৪.২। খাদ্য সুরক্ষা ঃ খাদ্য ও সরবরাহ

আমরা ৫.৭৫৫ লাখ মেট্রিকটনের গুদাম তৈরির ব্যবস্থা করছি।

ইতিমধ্যেই ৩ কোটি রেশন কার্ডের ডিজিটাইজেশন হয়েছে।

জঙ্গলমহল, সিঙ্গুর ও বিভিন্ন চা বাগান, আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবন অঞ্চল, বীরভূম জেলার পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, অন্ত্যোদয় সহ প্রায় ৩.২ কোটি মানুষ ২ টাকা কেজি দরে চাল ও ৫ টাকা মূল্যের ৭৫০ গ্রাম প্যাকেটের আটা বিপণনের প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন।

এইরাজ্যের চা বাগানগুলিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের বহু দরিদ্র মানুষ কাজে নিযুক্ত। চা-বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাবার জন্য খাদ্য শস্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। বন্ধ চা-বাগানগুলির শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকেদের অপুষ্টি এবং অনাহার থেকে রক্ষা করতে এই সরকার বন্ধ চা-বাগানগুলিতে 'ফেয়ার প্রাইস শপ্' খোলার কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চা-বাগান বন্ধ হয়ে গেলে রাজ্য সরকার নিজেই সেই সকল চা-বাগানের কর্মী ও তাদের পরিবারের লোকেদের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ চালু রাখবেন।

আমি ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জন্য ১৭৫.২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩। প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং মৎস্য চাষ

বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযানের অংশ হিসাবে সরকার সুলভে গো-খাদ্য, বীমা, ঔষধপত্র ও টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এরফলে ২.৫০ লাখ উন্নত প্রজাতির গোরু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালনের ব্যবস্থা করা যাবে। তার ফলে অতিরিক্ত ৪ লক্ষ মেট্রিকটন দুধ উৎপাদন হবে।

স্যার, এই রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তুলতে আমরা আগ্রহী। দুঃখের সঙ্গে বলছি বিগত ৩৪ বছর এটা উপেক্ষিত ছিল। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও প্রত্যাশা পূরণ করতে এ ব্যাপারে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। সুলতানপুরে একটি ইলিশ সংরক্ষণ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে বৃহৎ জলাশয়ে ব্যাপক আকারে মৎস্য চাষের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কৃষিফার্মের ৩২৬টি জলাশয়কেও মৎস্য চাষের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের খাতে আমি বাজেটে ৩৫৬.৮৫ কোটি টাকা এবং মৎস্য দপ্তরের খাতে ১৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করারপ্রস্তাব রাখছি।

৪.৪। গ্রাম উন্নয়ন, আবাসন ও পানীয় জল

স্যার, ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে রাজ্যে প্রথম MGNREGA-এর খাতে ৪,৪৮০.৫৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১০৯%) খরচ করা হয়েছে, যা খরচের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায়, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষেই আনুমানিক ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে, ৩,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হবে।

ইন্দিরা আবাস যোজনা ও 'অধিকার' স্কীমে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের মতন বাড়ী তৈরী শেষ হবে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে।

২০১১-এর মে মাস থেকে 'গীতাঞ্জলি' স্কীমে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর (EWS) জন্য ৮৩,০০০টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

২০১৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত ৫,০৭,৮০৭টি বাড়ীতে, ৬,১৯০টি বিদ্যালয়ে ৪,১৬৮টি অঙ্গনওয়াড়িতে এবং ১১৬টি মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

স্যার, জঙ্গলমহলে ১৪১.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে, ৫০টির মধ্যে ৪৭টি পানীয় জল প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে — যার ফলে ৩.১৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যের আর্সেনিক নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় হরিণঘাটায় ১১৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে, কাজ শুরু হয়েছে এবং ৩.১৬ লাখ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং চাকদায় ১০১.৯৮ কোটি টাকার কাজ চলছে, সেখানে ৩.৩৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

'সারফেস ওয়াটার স্কীম'-এর আওতায় ১৫০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে, হাওড়ার বালি-জগাছা ব্লকের লোনা এলাকায় শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার ২নং ব্লকে ২৪১.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা ও গাইঘাটা অঞ্চলে ৫৭৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহের কাজ চলছে -- এতে ১৮.০৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে, ২০১৩-র ডিসেম্বরের মধ্যেই ১৬৩ শতাংশ স্কুলে এবং ২০৪ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়িতে পানীয় জল সরবরাহে সক্ষম হয়েছি।

স্যার, ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরে ১ কোটি মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের 'স্কীম' হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমি, আগামী অর্থবর্ষে ৭৪৬০.২২ কোটি টাকা, ৭০০ কোটি টাকা এবং ১৩৩৬.৩২ কোটি টাকা যথাক্রমে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন, আবাসন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং মহিলা বিকাশ

রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যের ব্যাপারে 'মা ও শিশু'-র যত্নের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

৩৬টি 'সিক নিউ বর্ন কেয়ার' ইউনিট (SNCUs) এই রাজ্যে চালু হয়েছে এবং আরও ১২টি শীঘ্রই চালু হবে। এছাড়া ১২৪টি 'সিক নিউ বর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট' (SNSUs) সত্বর চালু হতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা মেডিক্যাল কলেজে একটি করে নিও নেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (NICUs) ও পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (PICUs) চালু করার কাজ চলছে।

নতুন ২১টি বেসিক এমার্জেন্সী ও ২৮টি কম্প্রিহেনসিভ এমার্জেন্সী প্রসূতি (obstetric) কেন্দ্র তৈরী হওয়ায় রাজ্যে এখন ৫২৫টি বেসিক ও ১৩৯টি কম্প্রিহেনসিভ কেন্দ্র চালু হল। আরও ১২টি 'মা ও শিশু' পরিচর্যা কেন্দ্র Mother & Child Health Centre খুব শীঘ্রই চালু হবে। এর ফলস্বরূপ রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যুর হার ১৪৫ থেকে কমে ১১৭তে এসে দাঁড়িয়েছে।

রোগ নির্ণায়ক পরিষেবা প্রদানের জন্য রাজ্যের ৪৭টি সরকারী হাসপাতালে 'ডিজিটাল এক্স-রে' কেন্দ্র, MRI, CT Scan এবং ডায়ালিসিস

কেন্দ্র PPP মডেলে ২০১৪-র সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে।

রাজ্যে ৯টি 'ট্রমা কেয়ার সেন্টার' চালু হতে চলেছে।

সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের কুচবিহার, নদীয়ার ধুবুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এবং দার্জিলিং-এর কার্সিয়াং-এ একটি করে মোট ৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরী করা হবে।

রাজ্যের ৬০টি 'ফেয়ার প্রাইস মেডিক্যাল শপ্' সমগ্র দেশের ও বিশ্বের নজর কেড়েছে।

আমি শুরুতেই বলেছি যে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মানস কন্যা 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পটি রাজ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে আমরা বেশ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তুলছি।

আমি, আগামী অর্থবর্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ এবং শিশু বিকাশ দপ্তরের খাতে যথাক্রমে ২২১১.০৬ কোটি টাকা, ৭৭০.৭৬ কোটি টাকা এবং ২৪২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৬। বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা

স্যার, বর্তমানে ৯৯ শতাংশেরও বেশী প্রাথমিক স্কুলে এবং ৯৮ শতাংশ উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে ইতিমধ্যেই 'মিড-ডে-মিল' প্রকল্প চালু হয়ে গেছে।

রাজ্য সরকার গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, ৯৮.২৬% স্কুলে এবং ৮২% এরও বেশী মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট স্কুলে শৌচালয় তৈরির কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে।

রাজ্যে ৩৩টি মডেল স্কুলের নির্মাণ কাজ চলছে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে

হিঙ্গলগঞ্জ, মাটিকোল, কালচিনি (হিন্দী) এবং মেটিয়ালী (হিন্দী) তে এইরকম আরও ৪টি মডেল স্কুল নির্মিত হবে।

রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে ১০৫টি ছাত্রীনিবাস, ৪০টি নতুন ছাত্রাবাস সহ ইন্টিগ্রেটেড স্কুল ভবন তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। LWE অঞ্চলে ২৩টি এই ধরনের স্কুল তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে ৩৯৭টি স্কুলকে মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং ৫০টি স্কুলকে জুনিয়র হাই থেকে হাইস্কুল স্তরে উন্নীত করা হবে। ১১১টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪৫২টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরী হবে।

বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় ৬৪০টি বিদ্যালয়ে ১১৭১টি সাঁওতালি ভাষা ও অলচিকি ভাষার পার্শ্ব-শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

স্যার, 'সাধারণ' আওতাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আসনসংখ্যা না কমিয়ে, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষায় OBC তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৭% আসন সংরক্ষণ করা হবে।

৫টি নতুন সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় যথা — ডায়মন্ড হারবার (মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়), বাঁকুড়া, কুচবিহার, আসানসোল ও রায়গঞ্জে একটি করে এবং একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর কাজ চলছে।

স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১-এর মে মাস পর্যন্ত এরাজ্যে ৩২টি সরকারী কলেজ ছিল। আমরা আরও ৩১টি সরকারী কলেজকে অনুমোদন দিয়েছি যেগুলি নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৪টি জঙ্গলমহলে। রাজ্যের প্রথম হিন্দী মিডিয়াম কলেজটি জলপাইগুড়ির বানারহাটে নির্মিত হবে। পুরুলিয়া ও কুচবিহারে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও সেন্ট জেভিয়ার্স এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরীর জন্য জমি দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক শিল্প চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে (সেক্টর ইন্ ফোকাস) রাজ্যের বিভিন্ন পলিটেকনিক ও আই.টি.আই. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করার দিকে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। রাজারহাটে রাজ্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা যেমন স্যামসাং, রেমন্ডস্ প্রভৃতির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যোগ্য কর্মী তৈরীর কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে।

প্রতিটি মহকুমায় একটি করে পলিটেকনিক কলেজ ও প্রতিটি ব্লকে একটি করে আই.টি.আই. স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা প্রথম পর্যায়ে ৪০টি পলিটেকনিক কলেজ ও ৮৩টি আই.টি.আই. প্রতিষ্ঠান তৈরী করছি।

আগামী ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে, বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে ৬৮৮৪.৫ কোটি টাকা, উচ্চশিক্ষা খাতে ৩৪২.৯৫ কোটি টাকা এবং কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে ৫৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৭। সংখ্যালঘু, অনগ্রসর শ্রেণী, উপজাতি উন্নয়ন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী

২০১৩-১৪ সালে ২২ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রাক্-ম্যাট্রিক এবং উত্তর-ম্যাট্রিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ধরলে এই সংখ্যাটি ৫৭ লাখে পৌঁছবে। এছাড়াও ক্লাস IX থেকে ক্লাস XII পর্যন্ত ছাত্রীদের মধ্যে ১,১৬,৪৯৯ জনকে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২লক্ষ বাই-সাইকেল সংখ্যালঘু, SC ও ST ছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের উন্নতি প্রকল্পে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১৫টি জেলার ১৫১টি ব্লকে বিভিন্ন ধরনের স্কীমে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পুরো

পরিকল্পনাখাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১,১০০.৭০ কোটি টাকা।

২০১৩-১৪ সালে ৩৪,১৫০ জন সংখ্যালঘু মানুষকে গৃহনির্মাণের জন্য ৪৪১ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৮টি সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে তাদের জন্য ১০৯টি 'বিপণন কেন্দ্র' তৈরী করা হচ্ছে।

উর্দু ভাষাভাষী প্রধান এলাকায়, উর্দু মাধ্যমের স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার অনগ্রসর শ্রেণীর আওতাভুক্ত মুসলিম সংরক্ষণ বৃদ্ধি করবে।

২০১১ সাল থেকে আজ অবধি ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪০০ টি কবরস্থান সুরক্ষিত করা হয়েছে।

নিউ-টাউনে রাজ্যের তৃতীয় 'হজ হাউস' টি ৯৬.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং একটি আলিয়া ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসও তৈরী করা হচ্ছে যার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ২৯৮ কোটি টাকা।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ, রাজ্য সরকার অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ এবং উপজাতি উন্নয়ন বিষয় দুটিকে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন যাতে করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায়।

আমরা চলতি আর্থিক বছরে ৩৬,৯৫,৬৮৩ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রাক্-মাধ্যমিক ছাত্রবৃত্তি এবং বইপত্র কেনার জন্য সহায়তা প্রদান করেছি। যাদের মধ্যে ১২ লক্ষ উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী আছে। এছাড়াও ১১,৪২,৭৪৫ জন

তপশিলী জাতি/উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উত্তর-মাধ্যমিক ছাত্রবৃত্তি দিয়েছি।

২০১৩ সালে এই বিভাগ ৯,৪৪,১৫৫টি জাতি পরিচয়পত্র প্রদান করেছে -- যা একটি সর্বকালীন রেকর্ড। ৪৩টি মহকুমা অঞ্চলে অনলাইন প্রক্রিয়ায় জাতি পরিচয়পত্র ও ছাত্রবৃত্তির জন্য আবেদন করার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে একটি 'Tribes Advisory Council' তৈরী হয়েছে এবং Mayel Lyang Lepcha Board-ও গঠিত হয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে ১২৮.২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে ১,৩০,৪৬৩ জন উপজাতিকে বার্দ্ধক্যভাতা প্রদান করা হয়েছে।

স্যার, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির স্বার্থে ৮টি ট্রেনিং-কাম-মার্কেটিং কমপ্লেক্স তৈরী করা হয়েছে এবং আরও ১৪টি কমপ্লেক্স তৈরী হবে। আরও দুটি বৃহৎ এস.এইচ.জি. স্কীম সম্বন্ধে আমার ভাষণের পরবর্তী অংশে বলবো।

আমি ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ১৭৩৭ কোটি টাকা, ৩৭৭.৬৬ কোটি টাকা, ৪২৪.৩০ কোটি টাকা এবং ৩০৫.৩০ কোটি টাকা যথাক্রমে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ, উপজাতি উন্নয়ন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৮। শ্রমিক কল্যাণ

স্যার, রাজ্যে কর্মসংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হওয়ায় শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা শূন্যেতে নেমে এসেছে।

রাজ্যের ৮৫,০০০ বেকার যুবক-যুবতীরা এক বছর যাবৎ 'যুবশ্রী'-র মাধ্যমে বেকারভাতা পাচ্ছেন। রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকরা 'অসংগঠিত

শ্রমিক ভবিষ্যনিধি' (SASPFUW) প্রকল্পে যুক্ত হওয়ায় অসংগঠিত শ্রমিক ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৪১,৭৮,৮৬৪ তে। যার মধ্যে ২০১১ মে মাস থেকে ২০১৪ জানুয়ারি মাসের মধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে ১৯,৩১,৭৪৮। জুলাই ২০১২ তে চালু হওয়ার পর থেকে 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' প্রদানের ক্ষেত্রে উপভোক্তার সংখ্যা ৭.৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আগামী অর্থবর্ষে আমরা আরও ৬ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিককে SASPFUW-এর অধীনে আনতে এবং ১০ লক্ষ অতিরিক্ত 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' প্রদান করতে সক্ষম হবো বলে আশা রাখি।

আমি শ্রম দপ্তরের খাতে ২২০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৯। স্বরাষ্ট্র দপ্তর

অতিরিক্ত দশটি মহিলা-থানার কাজকর্ম ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, এর ফলে বর্তমানে রাজ্যে এইরকম থানার সংখ্যা ২০তে দাঁড়িয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় গতি আনতে ৮৮টি 'ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট', ৪৫টি মহিলা আদালত, ১৯টি মানবাধিকার কোর্ট এবং ৩টি CBI কোর্ট তৈরীর প্রস্তাব নোটিফায়েড হয়েছে অথবা শীঘ্রই হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ও কলিকাতা পুলিশের কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মীবর্গের জন্য 'প্রত্যাশা' নামে একটি নিজস্ব মালিকানাধীন আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণে সরকার বিনামূল্যে জমি দেবে এবং আগামী ৩ বছরের মধ্যে ১০,০০০টি আবাসন তৈরী হয়ে যাবে।

আমি স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের খাতে ২৪৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১০। ভূমি ও বন

স্যার, রাজ্যে ১ লাখেরও বেশি জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর ফলে 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্পে ৫২,০০০ জন উপকৃত হবেন।

'মানচিত্র ডিজিটাইজেশন' (Digitization) -এর কাজ এবং ৯০টি আধুনিক 'রেকর্ড রুম' তৈরির কাজ চলতি আর্থিক বছরেই শেষ করা হবে।

স্যার, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাপানের JAICA-এর সহায়তায় বন ও বায়ো-ডাইভার্সিটি সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এছাড়াও ঝাড়গ্রামে 'পরিবেশ বান্ধব পর্যটন প্রকল্প' (Eco-Tourism Project)-এর কাজটি শেষ হয়েছে।

আমি এই বাজেটে ১০৫ কোটি টাকা এবং ২৪৫.৬২ কোটি টাকা যথাক্রমে ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং বন দপ্তরের খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১১। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

স্যার, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়, ঋত্তিক ঘটক, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, তপন সিন্‌হা ও ঋতুপর্ণ ঘোষের নামাঙ্কিত নতুন ছয়টি ফ্লোর সংযোজিত ক'রে নবরূপে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর উদ্বোধন করেছেন।

চলচ্চিত্র এবং ছোট পর্দার শিল্পী ও তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু হয়েছে। ২০১৪-১৫ বর্ষে ৪,৫০০ জন কর্মীকে এই বীমার আওতায় আনার আশা রাখি।

রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের লোকশিল্পীদের দিয়ে সর্বত্র সামাজিক বার্তা ও প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। এর ফলে লোক-শিল্প ও লোক-শিল্পী উভয়ই উপকৃত হবেন।

দার্জিলিং-এর 'রায় ভিলা' যেটি ভগিনী নিবেদিতার বাসভবন রূপে চিহ্নিত, সেটি হেরিটেজ ভবন বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে বাড়িটির ভার অর্পণ করা হয়েছে।

আগামী অর্থবর্ষে রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পী, কলা-কুশলীদের সম্মানার্থে ২৮টি পুরস্কার প্রদান চালু হয়েছে।

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের খাতে ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১২। খেলাধূলা এবং যুব কল্যাণ

শালবনীতে স্টেডিয়াম নির্মাণ ও ঝাড়গ্রামে স্পোর্টস অ্যাকাডেমী নির্মাণের কাজ ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষেই শেষ হবে।

পুরুলিয়া জেলায় একটি স্পোর্টস হোস্টেল নির্মাণ এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজও ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যেই শেষ করা হবে। বীরভূম জেলার সিউড়ি, বর্ধমান জেলার ভাতার, কুচবিহার জেলার রাজবাটি, দার্জিলিং-এর লেবং, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এবং তমলুকের রাখালদাস মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামের উন্নতি সাধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

নৈহাটি, মালদা, কাঁথি, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, নবদ্বীপ এবং কুচবিহারের স্টেডিয়ামগুলির সংস্কার ও উন্নত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া

হুগলী ও উত্তর দিনাজপুরে দুটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরী হবে।

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় একটি নতুন আবাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমী পুরোমাত্রায় কাজ শুরু করবে।

২০১১ সালের মে মাস থেকে ১৪,৫৭৩টি ক্লাবকে খেলাধূলার অনুষ্ঠান করা, খেলাধূলার সরঞ্জাম কেনা এবং কোচিং ক্যাম্প চালানোর জন্য ১২৬ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

মায়াপুর, নবদ্বীপ, গাজোলডোবা, পুরী, রায়চক, কলকাতা ও চেন্নাই-তে নতুন নতুন যুব-আবাস নির্মাণের কাজ ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষেই শুরু হবে।

ঝাড়গ্রামে ২২টি বহুমুখী সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

আগামী অর্থবর্ষের জন্য খেলাধূলা ও যুব কল্যাণ দপ্তরের খাতে আমি যথাক্রমে ১৪২ কোটি টাকা এবং ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৩। রাস্তা পরিকাঠামো, পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং সেচ ও জলপথ

স্যার, ১৮৬৭.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি পিছিয়ে থাকা জেলায় ২১৮৮ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন ও ১৩টি সেতু নির্মাণের জন্য মোট ১৫৮টি সড়ক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ৩১৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে, ডানকুনি থেকে চন্দননগর পর্যন্ত চার-লেনের রাস্তার কাজ শুরু করেছে।

এডিবি-এর সহায়তায় নেপাল-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশ করিডরের উন্নতি সাধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

স্যার, CTC, CSTC এবং WBSTC সংস্থাগুলিকে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির জন্য কমবেশি ১০০০টি বাস কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সুচিন্তিত ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্মশক্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য পরিবহন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ৮৬১ জন কর্মী এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

স্যার, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম যেখানে সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

'সবার ঘরে আলো' এই নামে একটি বৃহৎ গ্রামীণ ইলেক্ট্রিফিকেশন্ প্রক্রিয়া রাজ্যের ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

২০১৪-১৫ সালে DPL এবং সাগরদিঘীর আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আরও ১২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় রাজ্যে এই প্রথম 'জল ধরো জল ভরো' নামে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের প্রকল্প শুরু হয়েছে। বছরে ১০,০০০টি এই ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১,০১,৮৮৬টি পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছে।

স্যার, ১৭৩.৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কেলেঘাই-কপিলেশ্বরী-বাগাই নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য পলি সরানোর কাজ আগামী ২০১৪ সালের মার্চ

মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এবং ইছামতী নদীর কাজও যথারীতি চলছে।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার ভাঙনপ্রবণ এলাকা গুলিতে বাঁধ সারানোর কাজ শেষ হয়েছে।

আমি আগামী অর্থবর্ষের জন্য ১৭৭৬.৫১ কোটি টাকা, ৪০০কোটি টাকা, ১১৭৪ কোটি টাকা এবং ১৮৭২.৪৯ কোটি টাকা পূর্ত, পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং সেচ ও জলপথ দপ্তরের খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৪। নগর উন্নয়ন এবং পৌর-বিষয়ক

২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে বিভিন্ন পৌর অঞ্চলের ১০টি জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে।

বিবেকানন্দ রোড ফ্লাইওভারের কাজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে জিঞ্জিরা বাজার থেকে বাটানগর যাওয়ার রাস্তাটি এলিভেটেড রাস্তা করার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

'সমন্বিত আবাসন কর্মসূচীর' আওতায় ৪৬,১৫১টি আবাসন নির্মাণের কাজ এবছরেই শেষ হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনসহ মোট ৭৩টি স্থানীয় পুরসভাগুলিতে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, ট্রেড-লাইসেন্স, বাড়ি তৈরির নক্শা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্যের বাকী পুরসভাগুলিতে এই ব্যবস্থা ২০১৪-র সেপ্টেম্বরেই চালু করা যাবে।

আমি আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে নগর উন্নয়ন ও পৌর-বিষয়ক দপ্তরের খাতে ১৫৮৫ কোটি টাকা এবং ২২৫১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৫। উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে 'উত্তর কন্যা' নামে রাজ্যপ্রশাসনের একটি শাখা সচিবালয় রেকর্ড সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। এই ফেব্রুয়ারি মাসে সেখানে প্রথম ঐতিহাসিক 'ক্যাবিনেট মিটিং'টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ বর্ষে উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি, ঘোকসাডাঙা, নিশিগঞ্জ, বানারহাট, চোপড়া, মানিকচক এবং কুমারগঞ্জে ৭টি সরকারী কলেজ তৈরির কাজ শেষ হবে।

চোপড়াতে ব্রীজ নির্মাণের কাজ আগামী অক্টোবর, ২০১৪-তেই শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও পাহাড়িপুর, কাছুয়া, কাহালাই ও পাতাপুর-এ ব্রীজ নির্মাণের কাজ ২০১৫ সালের মার্চ মাসেই শেষ হবে। মানিকচকে ১.৮ কিমি. লম্বা 'ভূতনী ব্রীজ' এবং কুচবিহারের কালজানির উপর ব্রীজ তৈরীর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

২০১৪-র আগস্টেই জলপাইগুড়ির স্পোর্টস কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবে।

৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হলদিবাড়ি'র মজহারসরিফ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

স্যার, সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে ৬টি ব্রীজ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সাগর ব্লকের গ্রীড পাওয়ার বাড়ানোর কাজ শেষ হওয়ার মুখে।

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ১০০ কিমি. রাস্তাকে ইঁট, পীচ দিয়ে পাকা করার কাজ গ্রহণ করেছি।

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের খাতে ৩৭৫ কোটি টাকা ও ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৬। পর্যটন

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ঝড়খালিতে একটি মেগা পর্যটন প্রকল্পের লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। এখানে একটি স্বল্প ব্যয়ের হোটেল ও একটি থ্রি-স্টার হোটেল নির্মাণের 'লেটার অফ ইনটেন্ট' (LOI) দেওয়া হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগে 'হেরিটেজ পর্যটন কেন্দ্র' রূপে চিহ্নিত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িটির কাজ শুরু হয়েছে।

গাজলডোবায় একটি মেগা পর্যটন প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে। ২০টি কটেজ, ১টি স্বল্পব্যয়ের হোটেল ও ১টি যুব-আবাসের কাজও চালু হয়ে গেছে।

২০১৩-১৪ সালে আন্তর্জাতিক স্তরের পর্যটন মেলায় জয়পুরে, সিঙ্গাপুরে ও লন্ডনে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের আকর্ষণীয় প্রচার করা হয়েছে।

আমি ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ২২৩ কোটি টাকা পর্যটন দপ্তরের খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৭। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প এবং তথ্য প্রযুক্তি

২০১৩-১৪ সালের প্রথমার্ধে এস.এম.ই. সেক্টরে অর্থলগ্নীর ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের মধ্যে বাংলাই প্রথম স্থানে রয়েছে। ব্যাঙ্ক লগ্নী ১০৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৩৩১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮,৯০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

হাওড়ার বেলুড়ে ৭৫ একর জমির উপর একটি টেক্সটাইল পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় বাংলার তাঁত, কারুশিল্প, লোকসংস্কৃতি, জি. আই. সামগ্রী, চারুকলা, মিষ্টান্ন ও ঐতিহ্যপূর্ণ অন্যান্য সামগ্রির উন্নতিকল্পে 'বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড' গড়ে তোলা হয়েছে।

রাজ্যসরকার একটি নতুন ও আকর্ষণীয় শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে যা সমগ্র দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ২০১১ সালের মে মাস থেকে মোট ৫২৮.২২ কোটি টাকা ইনসেনটিভ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে শিল্প বিষয়ক কোর কমিটিটি নতুন করে গঠন করা হয়েছে।

২০১৩ সাল থেকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে ১৫০টি নতুন শিল্প ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে অথবা কাজ শুরু করবে।

WBLR Act-এর 14Y ধারা অনুযায়ী ১৪টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পেয়েছে এবং আরও ১৩টি প্রকল্প সুপারিশ পেতে চলেছে, যার ফলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হবে ৬৭,০০০ কোটি টাকা।

স্যার, রাজ্যে ১৩টি প্রস্তাবিত আই টি পার্ক-এর মধ্যে ৮টির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও সোনারপুরে হার্ডওয়্যার পার্ক এবং নৈহাটি ও ফলতায় দুটি গ্রীণফিল্ড ইলেক্ট্রনিক ম্যানুফ্যাক্চারিং ক্লাস্টার চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কল্যাণীতে একটি PPP মডেলে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIIT) তৈরির কাজ শুরু হতে চলেছে।

আমি, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ৫৩৬.২৮ কোটি টাকা, ৫৯৪ কোটি টাকা এবং ১২৬.৭০ কোটি টাকা যথাক্রমে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, বাণিজ্য ও শিল্প এবং IT দপ্তরের খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৫

নতুন দিশা ঃ

৫.১। বেকারত্বের যন্ত্রণা আজ সারা দেশকে বারংবার আঘাত করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ২০১৩-১৪ সালে আমাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গিয়ে ১৩,২২,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এবারের বাজেটেও আমরা কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছি এবং যুবক-যুবতীদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা আগামী অর্থবর্ষে ১৬ লক্ষেরও বেশি নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা করেছি।

৫.২। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের আওতায় (MGNREGS) ৫৬,৯৩,৮৭০টি পরিবার ২০১২-১৩ সালে কাজ পেয়েছে। বর্তমান বছরেই জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমরা ৪৩,৬৫,৯৯০টি পরিবারকে এই কাজের আওতায় এনেছি। PMGSY এবং NRLM প্রকল্পের মতো বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা গেছে।

৫.৩। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তি-নৈপুন্য বৃদ্ধির মাধ্যমে চাকরির উপযোগী করে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশনের সঙ্গে আলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যৌথপ্রচেষ্টায় ৬১,৯১৮ জন সংখ্যালঘু যুবকদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই চাকরি পেয়ে গেছে। পুলিশে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

চাকরি পাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রায় ২লক্ষ সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের ২০১১ সাল থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঋণপ্রকল্পের মাধ্যমে ২,৫০,৬৬৭ জন সংখ্যালঘু যুবক-যুবতী এই সময়ের মধ্যে স্ব-নির্ভর হতে পেরেছে।

৫.৪। নতুন কর্মসংস্থানের জন্য প্রধান সড়কগুলির ধারে ধারে পর্যটকদের সুবিধার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৭০টি 'মোটেল' নির্মাণ করা হচ্ছে। সুন্দরবনের ঝড়খালি, জলপাইগুড়ির গাজলডোবা, ঝাড়গ্রাম এবং অন্যান্য স্থানে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে জোর দেওয়া হচ্ছে গ্রামীণ ট্যুরিজম, টি-ট্যুরিজম, ইকো-ট্যুরিজম প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এই বছরে ২কোটি ৮০ লক্ষ পর্যটক যার মধ্যে ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার বিদেশী পর্যটক এই রাজ্যে ভ্রমণ করেছেন, যা আগের তুলনায় ১৬% বেশী। আগামী বছর পর্যটকদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে যা প্রচুর পরিমাণে কাজের সুযোগ তৈরি করবে।

৫.৫। স্ব-নির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার যার মধ্যে দরিদ্র মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। এই আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ২ হাজার স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট ৭৫,০৭৫ জন মানুষকে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। যার আর্থিক পরিমাণ ১,৬২১ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত এইপ্রকল্পের মাধ্যমে ২,২৩,৩৬৩টি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা গেছে। পুরুলিয়া জেলায় 'মুক্তিধারা' নামে একটি নতুন জীবন ধারণের প্রকল্প তৈরি হয়েছে যেটি ভবিষ্যতে অন্য জেলাগুলিতেও চালু করা হবে।

৫.৬। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৭৯৪টি নতুন ইউনিট স্থাপিত হয়েছে যার ফলে প্রায় ৫০,৩৭০ জনের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে আমরা পরিকল্পনা করেছি ১ লক্ষের বেশি ছেলে-মেয়ের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার।

৫.৭। চলতি আর্থিক বছরে শিল্পদপ্তরের উদ্যোগে ১৫০টি নতুন ইউনিট স্থাপিত হয়েছে যার ফলে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১৭,৭৩২.০১ কোটি টাকা এর ফলে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১,২৯,৩৬৪ জনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

৫.৮। এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আই. টি. সেক্টরের বিরাট সম্ভাবনা আছে। ৫০০টি আই. টি. কোম্পানী তাদের কাজের পরিধিকে আরও বাড়াচ্ছে। আই. টি. সেক্টরের কর্মীসংখ্যা ২০০৯-১০ সালের ৮০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ সালে ১,৩০,০০০ -এ দাঁড়িয়েছে। আই. টি. ক্ষেত্রের রপ্তানী ২০১০-১১ সালে ৮,৫০০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ সালে ১১,০০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশাবাদী যে, আগামী অর্থবর্ষে আমরা আই. টি. এবং আই. টি. ই. এস. সেক্টরে অতিরিক্ত ১ লাখ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারবো।

৫.৯। ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে কলকাতার 'মাদার ডেয়ারী' একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই সংস্থা বর্তমানে ১৫,০০০-এরও বেশি যুবক-যুবতীদের কাজ দিয়েছে।

'মাদার ডেয়ারী' কলকাতার বিভিন্ন স্থানে 'আধুনিক দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্র' স্থাপন করেছে। তাদের তৈরি 'Valentine' ব্র্যান্ডের আইস ক্রিমের বাজার ধরতে 'Ice-cream Push Cart Scheme' -নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। 'মাদার ডেয়ারি'র ব্যবসা ঘুরে দাঁড়ানোয় এই রাজ্যের বহু বেকার যুবক-যুবতীদের কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুবিধা হয়েছে।

৫.১০। ২০১১ সালের মে মাস থেকে রাজ্য সরকার ১,৩২,০০২টি নতুন পদ সৃষ্টি ও পূরণের অনুমতি দিয়েছেন। ৪৩,৪৭২ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। ৪০০ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ৪০,০০০ কনস্টেবল, ১,৩০,০০০ সিভিক পুলিশ ভলান্টিয়ার্সের নিয়োগও সম্পূর্ণ হয়েছে। বহু সংখ্যায় মহিলা কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও আমরা তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে সংরক্ষিত পদগুলিতে নিয়োগের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি।

রাজ্য সরকারের আরও একটি অভিনব পদক্ষেপ হল স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের IAS, IPS, WBCS (Executive) পরীক্ষার সঠিক প্রস্তুতির জন্য একটি সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা।

৫.১১। পরিবহন ক্ষেত্রে আরও চাকরির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বর্তমানে ৪০০০টি 'নো-রিফিউজাল' ট্যাক্সি কলকাতা শহরে চালু করেছে। এইপ্রক্রিয়ায় ৮,০০০ এর বেশী পরিবার স্ব-নিযুক্তিপ্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবে।

৫.১২। রাজ্য সরকার স্টেট-ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং-এর অধীনে বাড়তি বাস চালানোর জন্য অতিরিক্ত ৩,৭১৭টি ড্রাইভার, কন্ডাকটর এবং মেকানিকের পদ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে বহুসংখ্যক পরিবার উপকৃত হবেন।

৫.১৩। পুরুলিয়া জেলার ১১টি ব্লক পাইপলাইন মারফৎ পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় এখনও আসেনি। আমরা জাপানি সংস্থা 'JICA'-র সহায়তায় ৫৮৮.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কাজের পরিকল্পনা করেছি। এইপ্রকল্পের ফলে ১২,৬৭,৩৮৫ জন মানুষ উপকৃত হবেন।

৫.১৪। আমরা প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ। এখনও আমাদের -APL/BPL তালিকাভুক্ত ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া বাকি আছে। আগামী অর্থবর্ষে এই বাবদ ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।

৫.১৫। রাজ্য সড়কগুলির উন্নতি ঘটিয়ে তাকে ২-লেনের রাস্তায় পরিণত করে চওড়া ও মজবুত করা এখন অপরিহার্য। আগামী অর্থবর্ষে ১,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০০০ কিলোমিটার রাজ্য সড়ককে মজবুত করে গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে।

৫.১৬। ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ৫৩৬.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৫টি কৃষকবাজার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হবে। এর ফলে আগামী অর্থবর্ষে ৫০,০০০ পরিবারের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ৬২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০২টি কৃষকবাজার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে। ফলে ৫৫,০০০-এরও বেশি পরিবারের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

৫.১৭। পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় অংশের মধ্যেই স্ব-নিযুক্ত, স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত, গ্রামীণ কারিগর, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের উৎপাদিত দ্রব্য কোন সংগঠিত বাজারে বিক্রি করার সুযোগ নেই। আমি মোট ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০টি 'কর্মতীর্থ' নামে মার্কেটিং কমপ্লেক্স তৈরী করার প্রস্তাব দিচ্ছি যাতে তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রি করতে পারবে। এই কর্মতীর্থে কম পক্ষে মোট ১,০০,০০০ পরিবারের কর্মসংস্থান হবে।

৫.১৮। পরিবহনের ক্ষেত্রে 'গতিধারা' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি যা আগামী অর্থবর্ষে ৫০,০০০ পরিবারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এইপ্রকল্প বেকার যুবক-যুবতীদের ১,০০,০০০ টাকা অবধি সরকারি অনুদানে গাড়ি কিনতে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পের জন্য আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

৫.১৯। সুনিশ্চিত সেচ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নিবিড় চাষের ব্যবস্থা করে চাষীরা যাতে সোজাসুজি উপকৃত হতে পারে সেই জন্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিতে আমি DFS-MIS নামে একটি প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই সুবিধা ১ লক্ষ চাষী পাবে। এই উদ্দেশ্যে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

৫.২০। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো এই রাজ্যের খরাপ্রবণ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই সরকার একটি বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৬.৯০ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে, ৭.৫১ লক্ষ হেক্টরে সেচের সুবিধা নেই। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৫০,০০০ হেক্টর জমি

সরকার ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছেন। এতেও প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।

৫.২১। স্যার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার ক্ষেত্রে, রাজ্যের বেশিরভাগ উদ্যোগী সহজে ব্যাঙ্ক ঋণ পান না। আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে 'কিষাণ ক্রেডিট কার্ড' (KCC)-র মতো 'মাইক্রো বিজনেস ক্রেডিট কার্ড' (MBCC) চালু করছি। এর মাধ্যমে ব্যবসায় ঋণ দেওয়ার কাজ সহজ হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে এই কার্ড দেওয়ার কাজ আগামী ১লা এপ্রিল, ২০১৪ থেকে শুরু হবে। আমরা চাই অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিও এই কাজ শীঘ্রই শুরু করুক। 'মাইক্রো বিজনেস ক্রেডিট কার্ড'-এ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা দোকান কেনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন।

৫.২২। মাননীয় সদস্যগণ, উত্তর ২৪ পরগনায় একটি শিল্প পুনর্গঠন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বিগত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিরোধী নীতির ফলে রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পক্ষেত্র হয় বন্ধ নয়তো রুগ্ন হয়ে পড়েছে। এরফলে রাজ্যে বিপুল পরিমাণ বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে উত্তর ২৪ পরগনায় অনেক কল-কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এবং যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব প্রবল আকার ধারণ করেছে।

এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে আমরা হাবরার অশোকনগরে ১৫০ কোটি ব্যয়ে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার লুম পার্ক' গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখছি। বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল্যাণী স্পিনিং মিলের-

২নং ইউনিটের ৩৯ একর জমিতে এই পার্কটি গড়ে তোলা হবে। ওখানকার বর্তমান কর্মচারীদের সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হবে। এই ইন্টিগ্রেটেড পার্কটি PPP মডেলে গড়ে তোলা হবে যেখানে সরকারের ২৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকবে। উক্ত পার্কে প্রত্যক্ষভাবে ৪০০০ জন এবং পরোক্ষভাবে ৩০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে।

৫.২৩। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে আমাদের সরকার ব্যয় বৃদ্ধির হার যথেষ্ট বাড়িয়েছে। আমরা আগামী অর্থবর্ষে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে এই ব্যয় বৃদ্ধির হার আরও বাড়াবো — যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়।

মোটের উপর, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের বিপুল কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে আগামী অর্থবর্ষে এই সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরীর প্রস্তাব রাখছি।

এরফলে, একদিকে যেমন রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের সম্ভবনা বাড়বে, অন্যদিকে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম হবে।

৬

করপ্রস্তাব ঃ

৬.১। স্যার, আমার বিগত দুটি বাজেটে নিম্ন আয়যুক্ত ও মজুরিপ্রাপকদের জন্য বৃত্তিকর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ৩০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা এবং পরে ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০০০ টাকা করেছিলাম। এই ঊর্ধ্বসীমা আরও বাড়িয়ে ৮৫০০ টাকা করার

প্রস্তাব করছি যার ফলে বছরের আয় ১ লক্ষ টাকা হলেও কোন কর্মচারিকে বৃত্তিকর দিতে হবে না। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সুবিধা হবে।

৬.২। বর্তমানে বিভিন্ন পেশার মানুষ ১৮,০০০ টাকার ওপর বার্ষিক আয়ের জন্য বৃত্তি কর দেন। স্যার, আমি প্রস্তাব করছি সেই ছাড়ের সীমা বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা করার। একইভাবে ব্যবসায়ীদেরও তাদের মোট বিক্রির পরিমাণ যাই হোক না কেন বৃত্তিকর দিতে হয়। স্যার, আমি এই ক্ষেত্রেও বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়ের প্রস্তাব করছি যাতে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।

৬.৩। স্যার, আমরা এর আগে VAT পদ্ধতির আমূল সংস্কার করেছিলাম, এ বছর বৃত্তিকর পদ্ধতির পরিকাঠামো বিপুল সংস্কারেরপ্রস্তাব করছি।

৬.৪। বর্তমানে বৃত্তিকরের সূচিটি অসংখ্য পৃষ্ঠার, যাতে প্রায় ১০০টি এন্ট্রি আছে। আমি সেটি কমিয়ে ৪টিতে আনার প্রস্তাব করছি।

৬.৫। স্যার, বর্তমানে বৃত্তিকরের আওতায় রেজিস্ট্রেশন ও এনরোলমেন্ট অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ। আমি ওয়েব-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে এনরোলমেন্টের ও রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাব দিচ্ছি যাতে করে নিজেরাই রেজিস্ট্রেশন ও এনরোলমেন্টের সার্টিফিকেট 'ডি ম্যাট' পদ্ধতিতে বার করতে পারবেন।

৬.৬। স্যার, আমি জানি যে অনেকেই আমার আনা বৃত্তিকরের অ্যামনেস্টি স্কিমের সুবিধা নিতে পারেননি। এইসব ব্যক্তিকে আরও একবার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি নতুন একটি প্রকল্পের প্রস্তাব করছি,

যেখানে সুদ বা জরিমানা মাফ করে, শুধু ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা জমা দিয়ে এনরোলমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

৬.৭। স্যার, VAT-এর রেজিস্ট্রেশন আরও সহজ করার জন্য আমি অন-লাইন আবেদনের ভিত্তিতে ডিলারদের রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাব করছি। একই সঙ্গেই আমি VAT-রেজিস্ট্রেশনের জন্য ন্যূনতম ৫০,০০০ টাকা লেনদেনের বাধ্যতামূলক প্রমাণ জমা দেওয়ার পদ্ধতিটি তুলে দেবার প্রস্তাব করছি।

৬.৮। স্যার, রাজ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রকে আরো গতিশীল করতে আমি উৎপাদন ক্ষেত্রে পুরনো প্ল্যান্ট ও মেশিনারির জন্য 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' অনুমোদনের প্রস্তাব করছি।

৬.৯। আমি, সমস্ত ডিলার যাঁদের আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ফলে 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট' জমা থাকে, তাদের সবার ক্ষেত্রেই অ্যাসেসমেন্ট এর আগেই ফেরতের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

৬.১০। স্যার, উত্তরবঙ্গের ডিলারদের জন্য আমি শিলিগুড়িতে 'এ্যাপেলেট অ্যান্ড রিভিসনাল বোর্ড'-এর একটি বেঞ্চ স্থাপন করার প্রস্তাব করছি, যার ফলে আপীল ও শুনানির জন্য আর কলকাতায় আসতে হবে না।

৬.১১। যেসব ডিলাররা বড় অংকের কর জমা দেন তাদের আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি আলাদা ইউনিট খোলার প্রস্তাব করছি। একজনমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার সমস্ত রকম পরিষেবা

এবং ভ্যাট, বিক্রয়কর, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর, বৃত্তিকর ও প্রবেশ করের মতন বিষয়গুলির মান্যতা এক-জানালা পদ্ধতির মাধ্যমে দেখে নেবেন।

৬.১২। ব্যবসায়ীদের কাছে বাণিজ্যকর ফেরত পাওয়ার বিষয়টি একটি প্রধান সমস্যা। কর ফেরত ব্যবস্থাকে আরো দ্রুত করার জন্য আমি বিক্রয়কর আধিকারিকদের কর ফেরতের অনুমতি দেওয়ার আগে ডিলারদের অফিসে গিয়ে যাচাই করতে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

৬.১৩। স্যার, বিক্রয়কর আধিকারিকদের যখন তখন এবং বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে তদন্তে যাওয়ার ব্যাপারে প্রায়ই অভিযোগ আসে। এই ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে কোনো রেজিস্টার্ড ডিলারের অফিসে, সংশ্লিষ্ট চার্জ অফিসে কর্মরত কেউ চার্জ অফিসারের, কারণসহ লিখিত অনুমতি ছাড়া যেতে পারবেন না।

৬.১৪। কর ফাঁকি রোধের ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য বাণিজ্য করের রেঞ্জ অফিসগুলিও সেন্ট্রাল সেকশন (প্রিভেনটিভ) ও রেঞ্জ অফিসগুলিকে ব্যুরো অফ্ ইনভেস্টিগেশন ও তার শাখার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

৬.১৫। রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র সংস্থাগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমি তাই "ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন

অ্যাসিস্টান্স স্কিম"-এর সুবিধা ৩১শে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।

৬.১৬। স্যার, সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আগামী বছরের মধ্যে ২৪৬টি রেজিস্ট্রেশন অফিসের সবগুলিতেই ই-স্ট্যাম্পিং চালু হয়ে যাবে।

৬.১৭। বর্তমানে সম্পত্তির বাজার মূল্য ২৫ লক্ষের অধিক হলে ১% বেশি স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়। আমি এই সীমা বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ করার প্রস্তাবটি এখনি চালু করতে চাই। এর ফলে সাধারণ মানুষ ৩০ লক্ষ টাকা অব্দি মূল্যের সম্পত্তির জন্য ৭% জায়গায় ৬% স্ট্যাম্প ডিউটি দেবেন।

৬.১৮। স্যার, বর্তমানে দলিলে স্ট্যাম্প ডিউটির ঘাটতি দিতে দেরি করলে, প্রতি মাসে ২% হারে সুদ দিতে হয়, যার কোনও ঊর্ধ্বসীমাও নেই। আমি, এই সুদের হার ২% থেকে কমিয়ে ১% করার প্রস্তাব করছি যার সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বসীমা হবে ২০,০০০ টাকা।

৬.১৯। স্যার, জনগণকে তাদের বাড়ির মেরামত ও সংস্কারের জন্য বাড়ি মর্‌ডগেজ করে ঋণ নিতে হয়। এই দ্বিতীয়বার বন্ধকের জন্য গৃহীত অর্থের উপরে কোনও ঊর্ধ্ব সীমা ছাড়াই ৪% হারে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়। আমি প্রস্তাব করছি এই দ্বিতীয় বন্ধকের ক্ষেত্রেও মূল বন্ধকের মতোই স্ট্যাম্প ডিউটি হবে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা।

৬.২০। স্যার, চা শিল্পের বিকাশ ও শ্রমিকদের সুবিধার্থে আমি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস্ ও শিক্ষা সেস্ আগামী অর্থবর্ষে মকুব করার প্রস্তাব করছি।

৬.২১। স্যার, মহিলাদের ব্যবহৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য আমি ২৫ টাকা এম.আর.পি. পর্যন্ত স্যানিটারী ন্যাপকিন, ১,০০০ টাকার কম দামের গ্যাস স্টোভের এবং চুল বাঁধার ব্যান্ড ও ক্লিপের ওপর করের হার ১৪.৫% থেকে কমিয়ে ৫% করারপ্রস্তাব রাখছি।

৭

উপসংহার ঃ

মাননীয় অধ্যক্ষ ও এই মহতী সভার শ্রদ্ধেয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের প্রতিশ্রুতি পালন করতে রাজ্য পরিকল্পনা ব্যয় খাতে আমি ৩০,৮৪৭.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। গত বছরে এই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৬,৬৭৪ কোটি টাকা।

এই অঙ্কটি গতবারের তুলনায় ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৬৫ শতাংশ হয়েছে।

আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে আমাদের নিজস্ব কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৪১৩.৯৬ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

আগামী বছরের আনুমানিক ঘাটতি হবে ৯ কোটি টাকা।

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীর হিতার্থে যেভাবে নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বাংলায় রেনেসাঁ আনার লক্ষ্যে — তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি

আজ আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই বাংলার মহান কবি ডি এল রায়ের কবিতার অবিস্মরণীয় কয়েকটি লাইন স্মরণ করে ঃ

“কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য

কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ

সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে

ডাকে যখন আমার দেশ।”

———————

আর্থিক বিবরণী, ২০১৪-২০১৫

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৪-২০১৫

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১২-২০১৩	বাজেট, ২০১৩-২০১৪	সংশোধিত, ২০১৩-২০১৪	বাজেট, ২০১৪-২০১৫
আদায়				
১। প্রারম্ভিক তহবিল	(-)৭৯১.৪৯	(-)২.০০	৪০৫.৩২	(-)৭.০০
২। রাজস্ব আদায়	৬৮২৯৫.৭৫	৮৮৪০৩.২৮	৮১১৩৪.৪৫	১০৫৯৭৮.২০
৩। ঋণখাতে আদায়				
(১) সরকারী ঋণ	৪১৪৭৮.০৪	৪৮৮৪৫.৫৪	৫৬০৬৩.৮০	৫৮৫৬৯.৮৯
(২) ঋণ	২৭৯.৮৩	১৬১.২৭	২৯৩.৮৩	৩০৮.৫১
৪। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	২৭৬০২৮.৭১	২০৫৭৩২.৬৬	২২৭৫২১.৪৩	২৩০৭৬৬.৮৮
মোট	**৩৮৫২৯০.৮৪**	**৩৪৩১৪০.৭৫**	**৩৬৫৪১৮.৮৩**	**৩৯৫৬১৬.৪৮**
ব্যয়				
৫। রাজস্বখাতে ব্যয়	৮২১১০.৮৮	৯১৮৯১.৭৭	৯৩২০৩.৬৭	১০৫৯৭৮.২০
৬। মূলধনখাতে ব্যয়	৪৫৪৭.৩০	৯৩১৮.৫৯	৯২৩৩.৪৪	১৫১২০.৬৭
৭। ঋণখাতে ব্যয়				
(১) সরকারী ঋণ	২৩৩২৮.৪৮	২৮৮২৬.৮২	৩৫৯৪০.১৫	৩৫৪৩৭.২৬
(২) ঋণ	১০৬৪.০৩	৭৬৮.৪৬	৮৮৩.৯৬	৪৭৭.৩৯
৮। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	২৭৩৮৩৪.৮৩	২১২৩৪৩.১১	২২৬১৬৪.৬১	২৩৮৬১১.৯৬
৯। সমাপ্তি তহবিল	৪০৫.৩২	(-)৮.০০	(-)৭.০০	(-)৯.০০
মোট	**৩৮৫২৯০.৮৪**	**৩৪৩১৪০.৭৫**	**৩৬৫৪১৮.৮৩**	**৩৯৫৬১৬.৪৮**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১২-২০১৩	বাজেট, ২০১৩-২০১৪	সংশোধিত, ২০১৩-২০১৪	বাজেট, ২০১৪-২০১৫
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (-)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৩৮১৫.১৩	(-)৩৪৮৮.৪৯	(-)১২০৬৯.২২	০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৫০১১.৯৪	৩৪৮২.৪৯	১১৬৫৬.৯০	(-)২.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	১১৯৬.৮১	(-)৬.০০	(-)৪১২.৩২	(-)২.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	৪০৫.৩২	(-)৮.০০	(-)৭.০০	(-)৯.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	. .	. .	. .	. .
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	. .	. .	. .	. .
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	. .	. .	. .	. .
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	. .	. .	. .	. .
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	. .	. .	. .	. .
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৩৮১৫.১৩	(-)৩৪৮৮.৪৯	(-)১২০৬৯.২২	০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)৪০৫.৩২	(-)৮.০০	(-)৭.০০	(-)৯.০০